বারাকপুরে রাষ্ট্রগুরু
অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

ইংরাজী ১৯০৫ সাল। কৌশলী ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তা লর্ড কার্জন্ সুষ্ঠু শাসনের সুবিধার নামে 'বঙ্গভঙ্গের' প্রস্তাব করলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষীদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করে তাদের দুর্বল করা। এই প্রস্তাবের বিরোধিতার কথা উত্থাপিত হলে তিনি বললেন যে এটি স্থিরীকৃত হয়েছে এবং পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু একজন বারাকপুর-নিবাসী গর্জে উঠলেন - "আমি এই নিশ্চিত ঘটনাকে অনিশ্চিত করে দেবো"। ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' রোধ হয় এবং কৃতজ্ঞ ভারতবাসী তাঁকে 'সারেন্ডার নট্' উপাধিতে ভূষিত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

এই বারাকপুর-নিবাসী হলেন সমগ্র ভারতবর্ষ বন্দিত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর আবক্ষমূর্তি গত স্বাধীনতা-দিবসে, ১৫ই আগষ্ট, ২০১২য় এক সাধুজনের প্রচেষ্টায় ও বারাকপুর পুরসভার সহযোগিতায় বারাকপুর রেল-স্টেশনের অদূরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষে জাতিয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ১৮৪৮ সালের ১০ই নভেম্বর মধ্য কলকাতার তালতলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বারাকপুরে তাঁর পারিবারিক আবাসস্থলে বসবাস শুরু ১৮৮০ সালে যা ১৯২৫ সালের ৬ই আগষ্ট তাঁর স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়। মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন যে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বারাকপুরকে এত ভালোবাসতেন যে শেষ ট্রেন হলেও তাই ব্যবহার করে তিনি তাঁর এখানকার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতেন।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব - একাধারে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনেতা, সংগঠক ও স্থপতি, অক্লানত সমাজকর্ম্মী, স্বাধীনতার পূজারী ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রচেষ্টক, শিক্ষক, সাংবাদিক, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, লেখক, পুস্তক প্রণেতা ও অসাধারণ বাগ্মী - কিন্তু সব গুণগুলি ছাড়িয়ে যা তাঁকে ভাস্বর করেছে, সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করেছে, তা তাঁর স্বাধীন-চেতা প্রতিবাদী চরিত্র। অন্যায়ের সঙ্গে, অনাচারের সঙ্গে, অবিচারের সঙ্গে, অনৈতিকতার সঙ্গে তিনি কোনদিনই আপোষ করেননি। এর জন্যে শাসক ব্রিটীশ সরকার নানাভাবে তাঁকে জব্দ করার, অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্বার্থান্বেষী দেশবাসীও এই কাজে সামিল হয়েছে, কিন্তু সত্যকে যেমন তিনি কোনদিন অবজ্ঞা করেননি, সত্যও বরাবরই তাঁকে জয়যুক্ত করেছে।

সুরেন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন সুদেহী, গান্ধীজীর লেখনিতে 'লৌহ-সদৃশ', তাঁর কর্মজীবনও সুবিশাল - ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই 'ইন্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি তার অফিসিয়াল সূত্রপাত হয় তবে তা স্থায়ী হয় প্রায় পঞ্চাশ (৫০) বৎসর। আমরা সবাই জানি যে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে 'ইন্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' অনুঘটকের কাজ করেছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক কর্ম্মকান্ড শুরু হয়েছিল, যাতে দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজশাহ্ মেহতা, প্রভৃতি বরেণ্য নেতৃবৃন্দ সামিল হয়েছিলেন, তা 'ইন্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের' পতাকাতলেই সংঘটিত হয়েছিল এবং এঁরাই সুরেন্দ্রনাথকে 'রাষ্ট্রগুরু' অ্যাখ্যায় ভূষিত করেন।

১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস্ অ্যাক্টের পাশের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিয়ে সুরেন্দ্রনাথের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা শুরু, যা ১৮৯৯ সালে 'ম্যাকেঞ্জি বিল্' বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের মাধ্যমে চরম সীমায় ও উৎকর্ষে পৌঁছায়। এই পর্যায়ে তিনি 'মুকুটহীন রাজা' বলে পরিচিত হন

এবং অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী 'বাংলার সিংহ' ও 'বারাকপুরের ঋষি' বলে তাঁর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটি দীর্ঘ প্রশস্তি লেখেন। বাংলার সিংহ প্রবন্ধটি গান্ধীজী এইভাবে শেষ করেছেন - "স্যার সুরেন্দ্রনাথের দেশের প্রতি কর্তব্য ও সেবা কেউ কোনদিন ভুলবে না। আধুনিক ভারত গড়ার একজন কারিগর হিসাবে তাঁকে আমরা চিরকাল মনে রাখবো"।

আমরা অনেকেই জানিনা যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'লোকনায়ক' অ্যাখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। আজ এই মহান লোকনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক কালের অমোঘ নিয়মে আমাদের মধ্যে আর নেই বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠা, মানুষ ও দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সেবা এবং এক নবভারত গড়ার প্রচেষ্টা - যা হিংসা, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ, প্রভৃতির উর্দ্ধে উঠে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এক মানব ঐক্য ও কল্যাণের ছবিকে তুলে ধরতে পারে, যার মধ্যে হিংসা-দীর্ণ, অশান্ত, রক্তাক্ত পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে হয়ত পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে পারে।

তবে কেবল আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেই যদি আমরা রাষ্ট্রগুরুর প্রতি আমাদের কর্তব্য সমাধা হল বলে মনে করি তবে বোধহয় আমাদের ভুল হবে। সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম্ম যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। তাঁর সময়কালও অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও ঐতিহাসিক এবং আজকের প্রয়োজনীয়তায় তাঁর শিক্ষা ও অবদানও যথেষ্ট হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নিয়ে কোন গবেষণা ও পঠন-পাঠলমুলক কোন প্রতিষ্ঠান গড়া যায় না কি? বারাকপুর পুরসভা আগ্রহী হোক না!